# দুঃস্থ-নির্যাতিতা মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়তে সূচনা নবদিগন্তের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ** নানা কারণে অবহেলিত কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এল হলদিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা হলদিয়া এনার্জী লিমিটেড। হলদিয়ার সমাজকল্যাণ পর্ষদ পরিচালিত সরকারি হোমে থাকা বিভিন্ন কিশোর-কিশোরী ও মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'নবদিগন্ত' নামের এই প্রকল্পের বুধবার শিলান্যাস করেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডাঃ রশ্মি কমল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রশান্ত অধিকারী, হলদিয়ার মহকুমাশাসক পূর্ণেন্দু নস্কর, হলদিয়া এনার্জী লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদীপ্ত মুখার্জী প্রমুখ হাজির ছিলেন। এই প্রকল্পের শিলান্যাসের সাথে সাথে ঝিকুরখালির একটা নবনির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনও করেন জেলাশাসক। নবদিগন্তের শিলান্যাস করেন জেলাশাসক ডাঃ রশ্মি কমল বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ মহিলাদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে। জানিয়েছেন, নবদিগন্তের মহিলা ও কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী যাতে বাজারজাত হয় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে দিঘায় অনুষ্ঠিত সবলা মেলায় নবদিগন্তের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য একটা স্টলের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত, ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র নবদিগন্ত গড়ে উঠবে। এখানে মুড়ি ও মশলা, ধূপকাঠি, স্যানিটারী ন্যাপকিন, ভেষজ ফিনাইল, টেলারিং ও এনভেলাপ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ঝিকুরখালির বেহাল বানেশ্বর উত্তরপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে গড়ে তুলেছে হলদিয়া এনার্জী লিমিটেড। প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছে। জানা গেছে, ১৯৬৭ সালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছিল এই বিদ্যালয়। হলদিয়া এনার্জী লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুদীপ্ত মুখার্জী বলেন, দরিদ্র ও নিপীড়িত এই মানুষেরা যাতে আরও একটু ভালোভাবে নিজেদের জীবন যাপন করতে পারে সেই সামাজিক দায়িত্ব অনুভব করেই তাঁরা সরকারের দুটি প্রকল্পের সাথে নিজেদের যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হলেও খুব তাড়াতাড়ি নবদিগন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

# রাজ্যের তৃতীয় ডিজিট্যাল গ্রামের সূচনা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ** ব্যাংকের উপরে চাপ কমাতে এবং সবাইকে উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে সারা দেশ জুড়ে ডিজিট্যাল ভিলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এই রাজ্যে ২৫০টি গ্রামকে ডিজিট্যাল করার উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংক। তার মধ্যে তৃতীয়তম গ্রামের উদ্বোধন হল বুধবার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের বাসুদেবপুর পঞ্চায়েতের দুলালপুর গ্রামকে ডিজিট্যাল গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করল ব্যাংক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের হাওড়া জোনের ডেপুটি ম্যানেজার ধনঞ্জয় কুমার, স্টার প্রাইমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ সিনহা, এগরা-২ ব্লকের বিডিও রবীন্দ্রনাথ বারুই, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী আরতী মুন্ডা, ব্লক কৃষি সহ অধিকর্তা ঈপ্সিতা মন্ডল, বাসুদেবপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কানাইলাল খাটুয়া প্রমুখ। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার ডিজিটাইজেশানের উপরে জোর দিয়েছে। দেশের সকল প্রান্তের মানুষকে ঘরে বসেই ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেবার কথা বলছে কেন্দ্র সরকার। সেই উদ্যোগকে সফল করতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা। জানানো হয়েছে, এই রাজ্যে ২৫০টি ডিজিট্যাল গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা আছে তাঁদের। তার মধ্যে তৃতীয় গ্রাম হিসাবে বুধবার আত্মপ্রকাশ করল দুলালপুর। তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে গ্রামের ২৮১ টি পরিবারের ১১৯১ সদস্যসদস্যার মধ্যে ১০৭৯ জনের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এঁদের সবাইকে এটিএম কার্ড প্রদানের সাথে সাথে কিভাবে ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাপস্ ব্যবহার করে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান করা যায় সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে। গ্রামে একটা কাস্টোমার সার্ভিস পয়েন্ট খোলা হয়েছে। এই গ্রামে ৯টির মধ্যে ৭টি পিওএস চালু হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যাংক অধিকারীকরা জানিয়েছেন, সারা দেশে তাঁদের ৫ হাজার ২০০টি ব্রাঞ্চকেই প্রযুক্তি নির্ভর করে গ্রাহকদের আরও উন্নত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

# নার্সের মৃত্যুকে ঘিরে হাসপাতালে বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা,মেদিনীপুর ঃ** মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যান ওই হাসপাতালেরই নার্স তৃপ্তি দাস। আর এই ঘটনার পিছনে চিকিৎসার গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন সহকর্মী নার্সেরা। হাসপাতাল সুপার তন্ময়কান্তি পাঁজাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভও দেখান নার্সরা। তাঁদের দাবি ছিল, হাসপাতালে এমআরআই কেন্দ্রের আধিকারিককে বরখাস্ত করতে হবে। হাসপাতাল সুপার তন্ময়কান্তিপাঁজা জানিয়েছিলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রতিবাদে হাসপাতালে নার্সরা বিক্ষোভে বসেন। বেলা পেরিয়ে গেলে হঠাৎই হাসপাতালের তরফে বলা হয় যে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। আর এতেই গর্জে ওঠেন বিক্ষুব্ধ নার্সরা। তাঁদের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের নাম করে হাসপাতাল সুপার চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতিতে ঢাকার চেষ্টা করছেন। তাঁরা আরও বলেন যে, ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়ার পরও প্রায় ১৫ঘন্টা জোর করে আটকে রাখা হয় মৃতদেহটিকে। ময়নাতদন্ত নয়, সরাসরি শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে এই দাবিতে জোরপূর্বক পরিজনেরা মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে আসে হাসপাতাল থেকে এবং তারপর হাসপাতলের গেটের বাইরে রাস্তার ওপর দেহটি রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার পুলিশ আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে হওয়ায় আনা হয় আরও বাহিনী। নামানো হয় লাঠিধারী মহিলা পুলিশও। ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শচীন মক্কর, মনোরঞ্জন ঘোষ, কোতয়ালী থানার আইসি সুশান্ত রাজবংশী। পুলিশকে দেখতে পেয়ে ক্ষোভ বেড়ে যায় মৃতার পরিজন এবং বিক্ষুব্ধ নার্সদের। তাঁরা পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান। যান চলাচল প্রায় বন্ধ থাকে বটতলা থেকে নান্নুরচক্ যাওয়ার রাস্তায়। মৃতার স্বামী সৌমেন দিন্দা দাবি করেন যে, একমাত্র চিকিৎসার গাফিলাতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী তৃপ্তিদেবীর। হাসপাতালের এমআরআই কেন্দ্রে কাকুতিমিনতি করার পরেও এমআরআই করা হয়নি । আইসিইউতে দাখিলও করা যায়নি বলে জানান সৌমেনবাবু। তিনি আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালের তরফে বলা হয়, সিএম-এর অর্ডার আছে যে ময়নাতদন্ত না করে মৃতদেহ ছাড়া হবে না। কিন্তু কোনোও অর্ডার দেখাতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি- ৩ ব্লকের লাউদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বনমালীচট্টা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১০টি বেডে উন্নীত হল। উদ্বোধন করেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি, লাউদার প্রধান শিবানী মাইতি প্রমুখ। কাঁথি- ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ বেজ জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগ চালুর পাশাপাশি এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৫১জন রক্তদান করেন।

# সেমিনারে নজর কাড়ল পাবলিক স্কুলের কসিতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘার সায়েন্স সেন্টারে বুধবার জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান সেমিনারে প্রথম স্থান দখল করল কন্টাই পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী কসিতা পন্ডা। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল, স্বচ্ছ ভারত-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা–প্রতিশ্রুতি ও তার যথার্থতা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছিল। কন্টাই পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, সায়েন্স সেন্টারে সেমিনারে কসিতার সাফল্যে আমরা খুশি ও গর্বিত। জানিয়েছেন, এই সাফল্যের কারণেই কন্টাই পাবলিক স্কুল আগামী ৬ তারিখ কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোজিক্যাল মিউজিয়ামে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যস্তরেও একইভাবে বিদ্যালয় ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নাম উজ্জ্বল করবে কসিতা পন্ডা।

# ঝুলন্ত মৃতদেহ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা ঃ** চন্দ্রকোণায় ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে চন্দ্রকোণার বৈদ্যনাথপুরে মাঠের মাঝে একটি গাছে নান্টু দাস(৩২) নামের যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। চন্দ্রকোণা থানায় খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত নান্টু দাসের চন্দ্রকোণারই সীতানগরে বাড়ি। বাড়ি থেকে দেড় কিমি দূরে মৃতদেহটি পাওয়া যায়। আত্মহত্যা করেছে বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মৃতের বাবা শঙ্কর দাস ছেলের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন, বৌমা মণিমালা দাসের সঙ্গে ছেলের পারিবারিক বিবাদ হয় মঙ্গলবার বিকালে। রাগের মাথায় ছেলে বৌমাকে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে দেয়। বৌমা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেদিনীপুর মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। ছেলের এটা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ও আট বছর বয়সের সন্তানকে ২০০৯ সালে থেঁতলে মেরে দেয়। তার কেস এখনও চলছে। তারপর আবার এই ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে সে বাড়ি আসেনি এবং বুধবার সকালে শুনলাম , এই ঘটনা। আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। মানসিক চাপেই আত্মহত্যা করেছে নান্টু। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

# সময় এলে আমরা দেখে নেব, ডেবরায় লকেট চ্যাটার্জী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ** পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ডেবরা এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে বুধবার বিকেলে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে এলেন বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী লকেট চ্যাটার্জী। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপির সভাপতি ধীমান কোলে। জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অন্তরা ভট্টাচার্য এবং ডেবরা ব্লকের মহিলা মোর্চা এবং বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন প্রথমে ডেবরা ব্লকের মহিলা কর্মীদের নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনার পর অফিসে মধ্যাহ্নভোজ সেরে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক আলোচনা এবং মুখ্যমন্ত্রীর সরকারের আমলে মহিলারা হেনস্থা হচ্ছেন। মার খাচ্ছেন, এর তীব্র নিন্দা করি। আমাদের সাংগঠনিক আলোচনা হল । আমরা জানি, আমাদের কর্মীরা মার খাবে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। কিন্তু সময় এলে আমরাও দেখে নেব, সাংবাদিকদের বললেন লকেট চ্যাটার্জী।

# গ্রামের মধ্যে মদের দোকান, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ** গ্রামের মধ্যে মদের দোকান খোলায় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা বেড়েছে। গ্রামের মহিলাদের রাস্তায়, বাড়ির বাহিরে বেড়োতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কুপ্রভাব পড়ছে এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপর। এর প্রতিবাদে কোলাঘাটের বড়দাবাড়ে মুম্বাই রোড ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো কয়েকহাজার পুরুষ ও মহিলা। প্রসঙ্গত, দেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশে জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ধারে কোন মদ দোকান রাখা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরেই এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ধারে থাকা মদের দোকানগুলি পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভেতের ঢুকিয়ে নিয়ে গেছে এই ব্যবসায়ীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের আমিরচক গ্রামেও একইভাবে খুলেছে মদের দোকান। বড় বড় প্লাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদের সাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এদিন মদের দোকান উচ্ছেদের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের মদতে গ্রামের ভেতরে মদের ব্যবসা শুরু হয়েছে। এর ফলে গ্রামের পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে এলাকার অধিবাসী ছোট ছেলে-মেয়ের উপরে কুপ্রভাব পড়ছে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মদ দোকানে আসা সমাজবিরোধী মদ্যপদের অত্যাচারে তাঁরা অতিষ্ট। বাড়ির যুবতী ও বিবাহিতা মহিলারা শ্লিলতাহানির শিকার হচ্ছে। তাই গ্রামের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দ্রুত কুমারচক গ্রাম থেকে মদের ব্যবসায়ীকে তার দোকান গুটাতে বাধ্য করার দাবি জানিয়ে মুম্বাই রোড ঘেরাও করেন এলাকার অধিবাসীরা। এর জেরে তীব্র যানজট তৈরি হয়। কোলাঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেবার পরে অবরোধ ওঠে। তবে আন্দোলনকারীরা হুমকি দিয়েছেন , তাঁদের দাবিপূরণের ব্যবস্থা না করা হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে। কোলাঘাটের বিডিও তাপস কুমার হাজরা জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# গড়বেতা কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ** গড়বেতা কলেজে বাংলা ও ইতিহাসে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু হল। মঙ্গলবার কলেজে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দুটি বিষয়ে পিজি কোর্স চালু হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এর সূচনা করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা সমিতা সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ সরকার, কলেজ পরিচালন সমিতির দুই সরকারি প্রতিনিধি অসীম ওঝা ও অসীম সিংহরায়।

# তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রক্তদান শিবির

**ছবি বেগম, নন্দীগ্রাম ঃ** নন্দীগ্রামের সীতানন্দ কলেজে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এইদিনের এই রক্তদান শিবিরেরসূচনা করেন নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের বিডিও সুব্রত মল্লিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন এই কলেজের অধ্যাপকগণ ও ছাত্রছাত্রীরা। সভাপতি সেখ আবু তাহের বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রছাত্রীরা এইরকম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। তাই এবারও এই কর্মসূচী গ্রহণ করে এলাকার মুমূর্ষু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি মহতী উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে শিক্ষালাভের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাধুবাদ জানাই। আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ছাত্রছাত্রীদের। প্রসঙ্গত, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর ২৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই ধরণের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এবারের এই রক্তদান শিবিরে একশো ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। এদের মধ্যে ৬৫ জন ছাত্রী ও ৩৫ জন ছাত্র রক্ত দিয়েছেন।

# স্থায়ীকরণের দাবিতে স্মারকলিপি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ** ১০ দফা দাবিসহ স্থায়ীকরণের দাবিতে পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত সমিতির শতাধিক গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা বুধবার বিকাল ৩টার সময় পাঁশকুড়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি জমা দেন। এইদিন প্রথমে গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা নজরুল মঞ্চে সমাবেশে যোগ দেন। পরে মিছিলের মধ্য দিয়ে তাঁরা পাঁশকুড়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে তাঁদের দাবি সনদ তুলে দেন। গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা স্থায়ীকরণ, নূন্যতম ২২দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রদান, কাজের নিয়োগ প্রদান, সমস্ত সরকারি কাজে তাঁদের সংযোজিত করার দাবি রাখে। গ্রামীণ সম্পদ কর্মীর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি কৃষ্ণা বলেন, প্রায় একবছরের বেশি নিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কাজের নিশ্চয়তা পাচ্ছি না। আমাদের স্থায়ীকরণের ব্যাপারে সরকার উদাসীন। আমাদের ন্যায্য দাবিগুলি আদায়ের জন্য আমাদের এই আন্দোলন। পাঁশকুড়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিকাশ দত্ত বলেন, গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের দাবি সনদগুলি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানাব।